ভোরের কাগজ ৭৫

তারিখ ... 07 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪ ...

এ এস এইচ কে সাদেক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী। সাবেক সচিব
বিদ্যমান অবস্থা, এর থেকে উত্তরণের উপায়সহ শিক্ষার নানা দিক নিয়ে তিনি কথা বলেছেন ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ইব্রাহি

ভোরের কাগজ বিশেষ সাক্ষাৎকার

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই

এ এস এইচ কে সাদেক

ভোরের কাগজ : *সরাসরিই বলি, শিক্ষার ক্ষেত্রে আগের সরকারগুলোর চেয়ে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কি কোনো পার্থক্য আছে?*

এ এস এইচ কে সাদেক : আমি মনে করি যে, শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। শিক্ষা কেনও কিসের জন্য প্রয়োজন, তার ওপর নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা। আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে যেটা লক্ষ্য করি, বলতে পারেন সেটা সরকারেরই দৃষ্টিভঙ্গি। তা হলো এই, আমরা শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে চাই। আমার মনে হয় এতোদিন শিক্ষার লক্ষ্য কি সেটা আদৌ চিন্তা করা হয়নি।

শিক্ষা আছে, চলছে, যতোক্ষণ না পরিবর্তন হয়- এ রকম মনোভাব আর কি। এখন শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। এ কারণে আমরা শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি করেছি।

ভো. কা. : *সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, দাতারা আমাদের দেশে প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও চিকিৎসক তৈরির শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে মনে করে। তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা কমিয়ে আনারও পক্ষপাতী। দাতাদের এ মনোভাবের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?*

সাদেক : আমাদের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে- আমাদের নিজস্ব সম্পদ, নিজস্ব চিন্তাধারার মাধ্যমে দেশের জন্য কোনো লক্ষ্য কিংবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমরা সম্পদ ও অর্থায়নের দিক দিয়ে অত্যন্ত পরনির্ভরশীল। যারা অর্থায়ন করেন তারা প্রত্যেকটি বিষয় যাচাই করে দেখেন তাদের মতের মতো হচ্ছে কিনা সর্বকিছু। ফলে এর মধ্যে নানা টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের চাপও দেয় তারা। কিন্তু যখন আমরা অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি, তখন এর আওতার বাইরে একটি এক্সটার্নাল এলিমেন্ট চলে আসে। যার মধ্যে দেশের সামগ্রিক সমাজ থাকে বাইরে। তারা যে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু বলেন তা নয়। তবে তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে সবকিছু বিচার করেন। একই সঙ্গে যারা আমাদের ঋণ দেয়- সে ব্যক্তিবিশেষ, কোনো সংস্থা, ব্যাংক বা অন্য কিছু যে-ই হোক না কেন- তাদের লক্ষ্য থাকে, যে ঋণ তারা দিচ্ছে তা যেন ফেরত আসে। সেটাই স্বাভাবিক। তো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ- এর মধ্যে যে সংযোগ রয়েছে সেখানেই এই বহিরাগত শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়।

ভো. কা. : *এই বোঝাপড়া করতে গিয়ে কি আসল লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়ার আশঙ্কা থাকে?*

সাদেক : বিষয়টিকে আমি এভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যেমন বলেছিলাম, আমাদের একটি লক্ষ্য আছে- কর্মসংস্থান। যার ভিত্তিতে আমরা সার্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবো। এর প্রথম শর্ত দেশের মৌলিক নিরক্ষরতা দূর করা। আমি কোনো উচ্চ পেশাগত নিরক্ষরতার কথা বলছি না। আজকাল নিরক্ষরতা বলতে নানাভাবে বোঝানো হয়। কম্পিউটার লিটারেসি, সাইন্টিফিক লিটারেসি- এ রকম নানাভাবে। এখন বহিঃসমাজে নিরক্ষরতা বলতে শুধু রিডিং, রাইটিং বোঝায় না। তাদের নিরক্ষরতাকে তারা উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের সমাজ উন্নত হওয়ার কারণে। কিন্তু আমি মৌলিক নিরক্ষরতার কথা বলছি, মৌলিক নিরক্ষরতা আমরা দূর করতে চাই। এর লক্ষ্য হবে মানুষকে কিছু লেখাপড়া শেখানোর মাধ্যমে কিছু পেশাগত দক্ষতা অর্জন করানো, মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন- যা আমাদের আওয়ামী লীগের একটি 'রাজনৈতিক অঙ্গীকার'।

আমরা দ্বিতীয় এমফ্যাসিস দিচ্ছি প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে আমরা চাচ্ছি যে, ... বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে যেন সচেতন হয়। অন্যদিকে এ দুটোর পর আমাদের তৃতীয় এমফ্যাসিস হচ্ছে একেবারে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। ... ন অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নির্ভর ... আমরা কি রকম ডিটারমাইন্ড শিক্ষক পাই তার ওপর। অর্থাৎ শিক্ষকদের কোয়ালিটির ওপর। ... উচ্চশিক্ষা, প্রাথমিক ও সাক্ষরতা- এ ... ক বলতে পারেন আমাদের 'সিস্টেমিক ...চ'। আমরা এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ...। এই তিনটি দিকের মাধ্যমে যদি আমাদের ...ন করতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ... ও প্রযুক্তির ওপর জোর দিতে হবে। কারণ ...ধ্যমেই কর্মসংস্থান হবে। এখানেই রয়ে গেছে ...শ্নের উত্তর। অর্থাৎ দাতারা বলছে এখনো ... প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান আছে যাদের ...ন হয়নি। যারা বেকার। আরো প্রকৌশলী ... বেকার সমস্যা বাড়াবে। তাদের মতে ...ী, টেকনিশিয়ানের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করতেই ...লে ডিমাণ্ড বেইজ্‌ড করতে হবে। আর তা ...াইভেট সেক্টর ও এনজিওরা। এখানেই ...আসল বিরোধ।

ভো. কা. : *তার মানে এক্ষেত্রে দাতারা সরকারি ...সংকোচন চায়? তো শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাইভেট ...এনজিওদের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার কি ...*

সাদেক : ...নে বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টর আর এনজি... ...র জন্য ব্যয়বহুল যে ব্যবস্থা গড়ে তুলে... ...দান অর্থাৎ আর্থিক রিটার্ন আসবে না। ... খুব বেশি এগোতে পারবে বলে মনে ... বিশ্ববি... বর্তমানে যে প্রাইভেট স্কুল ও মুষ্টিমে... ...ছে তাদের যে ছাত্রবেতন সেটা সাধারণ... দিতে পারে; আমাদের দেশের বেতন ...জন্য যা অসম্ভব, এ আকাশচুম্বী আমরা ... পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ব্যবস্থা ...র ওপর জোর দিয়ে শিক্ষা সেক্টর ...া বাস্তবায়ন করা প্রাইভেট তারা যে... সম্ভব নয়। এ কারণে দেয়া- তাদের জন্য এ সেক্টর ছেড়ে জন্য ক্ষতি... সম্ভব নয়। সেটা দেশের এখানে ... ...ই। শিক্ষা সপ্তাহের ঐ

অনুষ্ঠানে তখন যে কথাগুলো বলেছিলাম সে সময় কিছু বিদেশী কনসালটেন্ট, বিদেশী সংস্থার মাধ্যমে এ প্রস্তাবগুলো এসেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দাতাদের মনোভাবের পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরের সময় তার সঙ্গে আমার কয়েক মিনিটের আলাপ হয়। আমার সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট উলফেনসনের দেখা হয়েছিল খাবার টেবিলে। কয়েক মিনিটের আলাপ। সেখানে তিনি কথায় কথায় বললেন যে, বিশ্বব্যাংক শিক্ষার ওপর বিনিয়োগ করবে, যদি আমি সামগ্রিকভাবে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে তাকে একটা অনুরোধ করতে পারি। তখন যে দুচার মিনিট সময় পেয়েছি তাতে আমি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বর্ণনা দিয়েছি, যা তার কাছে প্রারম্ভিকভাবে রিজনেবল মনে হয়েছে বলতে পারি। এ প্রেক্ষাপটে আমরা ১০ বছর মেয়াদি শিক্ষার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করতে যাচ্ছি। কারণ উচ্চ শিক্ষার জন্য আমরা বিদেশী সহায়তা পাচ্ছি না।

ভো. কা. : *দাতারা তো দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মেয়েদের শিক্ষা অগ্রাধিকারের কথা বলে থাকেন?*

সাদেক : দাতারা বার বার বলেন 'দারিদ্র্য বিমোচন'। আমি তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি দারিদ্র্য বিমোচন হবে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর, অনুদান দিয়ে নয়। তার জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থান- উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং আয় অর্থাৎ ইনকাম জেনারেশনের। আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেদিকেই যাবে। অতএব উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। দাতারা ভুল ধারণা নিয়ে আছে যে, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি মনে করি দেশে সিস্টেমেটিক্যাল প্রশ্নে উচ্চ শিক্ষা অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান ফ্যাক্টর।

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দু'চার মিনিটের আলাপের মধ্যে বুঝতে পারলাম তারা মতের পরিবর্তন করবেন। যদিও তারা বেসরকারি খাতের কথা বলবেন। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত আসলে আপত্তির নয়। তবে সামগ্রিক দিক দিয়ে তারা কতোটুকু কী করতে পারবে তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। কারণ আমাদের যে বিশাল চাহিদা তার মধ্যে তারা কতোটা কী করতে পারবে তা আমি বুঝতে পারছি না। আগামী বহু বছর ধরে এখানে সরকারের ডাইরেক্ট ইন্টারভেনশনের প্রয়োজন থাকবে। আমার বাকি জীবনতো অবশ্যই, আমার পরের প্রজন্মের জন্যও প্রয়োজন হবে।

ভো. কা. : *উচ্চ শিক্ষায় যে বেকার তৈরি হচ্ছে প্রতি বছর, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন?*

সাদেক : আজকে শিক্ষিত বেকারের যে সমস্যা, তার প্রধান কারণ হচ্ছে তারা যেসব বিষয়ে পড়াশোনা করেছে আমাদের সেসব বিষয়ের প্রয়োজন নেই। এখানে একটা কথা বলে নিই। আমাদের শিক্ষার শুধু সুষ্ঠু ব্যবস্থা নয়, বিষয়বস্তু ও মান- এ দুইটিও আমাদের শিক্ষার প্রধান নির্ধারক। বিষয়বস্তু বলতে আমি বুঝি সে বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করা ও শিক্ষাদান করা উচিত যেটা সরাসরি আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে। সব বিষয়ে পড়াশোনা করা উচিত। কিন্তু সবগুলো সমানভাবে কাজে লাগে না।

উচ্চ শিক্ষায় এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো খুবই পপুলার। আমি এসব বিষয়ের নাম বলতে চাই না। নাম বললে আবার চেঁচামেচি হবে। এসব পপুলার বিষয়ে ছাত্ররা পড়ালেখা করে মাস্টার্স করছে, তারপর শিক্ষক হিসেবে কলেজে যাচ্ছে। কেউ এসব বিষয় নিয়ে কলেজ খুলছে। ছাত্ররা সেসব কলেজে সেসব বিষয় পড়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মাস্টার্স করছে। এভাবে এক একটা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে একটা বিষয়চক্র গড়ে উঠেছে। এমন একটা সময় এসে গেছে এখন, যদি আমরা এ বিষয়চক্র ভাঙতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে খুবই অসুবিধা দেখা দেবে। কারণ আমরা চাই ছাত্ররা ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় ও ইংরেজি পড়বে। কিন্তু ছাত্ররা ওদিকে যাচ্ছে না। ফলে এখন গণিতের, ইংরেজির, বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না।

আরো অনেক রকম ভেজাল আছে খুঁটিনাটি বিষয়ে। আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলোর প্রতিটিকে সমানভাবে মূল্য দেওয়া হয়। একজন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র অর্থনীতিতে ২০০ মার্কের পরীক্ষা দেয়। ফিজিক্সে ২০০, অংকে ২০০ মার্কের জন্য আরো প্রচুর খাটতে হয়। অন্যদিকে টাইপ রাইটিং ও শর্টহ্যান্ডেও ২০০ মার্ক। কার মাথায় যে এরকম সমমানের চিন্তা ঢুকেছিল আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে। মোট কথা, প্রপার ভ্যালুয়েশন হয়নি। মুড়ি-মুড়কি, তেল-চিনির দাম এক করে দেওয়া হয়েছে।

ভো. কা. : *এর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কী?*

সাদেক : আমরা তার পরিবর্তন করতে যাচ্ছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন হঠাৎ করে আনা যায় না। আজকে যদি কোনো পরিবর্তন করি সেটা ইনট্রোডিওস করতেই তিনবছর লাগবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় হঠাৎ করে কিছু করা যায় না। হঠাৎ করে নষ্ট করা যায়, ভালো করা যায় না।

তারপর হচ্ছে মান। শিক্ষার মান। যে বিষয়বস্তুগুলো পড়াই সেটা যদি যথার্থ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন না হয় তাহলে তো মুশকিল। কারণ আজকালকার বিশ্বে যে যে-দেশের মধ্যে পড়ুক বা চাকরি করুক না কেন, সে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা করছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ অন্য দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। অতএব প্রত্যেকটি ব্যক্তি ইনডিভিজুয়ালভাবে সে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। এ জন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে হতে হবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। আর এটিই হচ্ছে আমাদের মূল শিক্ষা- শিক্ষাকে আমরা এভাবেই চিন্তা করছি। প্রত্যেক দেশও এ বিষয়ে আজকাল চিন্তিত। বৃটেন একটি কমিশন করেছে, হায়ার এডুকেশন কমিটি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনও সেদিন বলেছেন এডুকেশনের একটা নতুন পলিসি তৈরি করার জন্য, যাতে সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতা করা যায়। সারা বিশ্ব কিন্তু এ নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করছে।

এখানে একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা বলি। আমাকে অনেকে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের ক্ষেত্রে আপনি যেভাবে স্টিক করেছেন তাতে তো শিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হবে। কিন্তু আমার অভিমত হচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে আসল শিক্ষার ওপরও জোর দিতে হবে। এবং শিক্ষায় বলতে গেলে সবকিছুই আসবে। কি বিষয়ে শিক্ষা? কেন সে বিষয়ে শিক্ষা? সে শিক্ষার মান কি হবে? কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে? কিভাবে ছাত্ররা সে শিক্ষা গ্রহণ করবে? সে শিক্ষার কিভাবে ব্যবহার হবে? অতএব শিক্ষা বিস্তার অবশ্যই। আমি ছোট্ট কথায় বলবো- শিক্ষা 'প্রয়োজনীয় শিক্ষা হতে হবে। অর্থাৎ এর মা... সবকিছু থাকতে হবে।

ভো. কা. : *বলা হচ্ছে শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি ছাড়া নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ... এছাড়া দেখা গেছে স্বাধীনতার পর বেশ ... শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও এর একটিও বাস্তব... হয়নি; সেক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তব... সম্ভাবনা কতোটুকু?*

সাদেক : শিক্ষানীতি পড়ে থাকবে না। এটির বাস্তবায়নের জন্য আমরা প্রতিটি পদক্ষেপের নির্ধারণ করবো। এর জন্য যা বিনিয়োগ ... তারও ব্যবস্থা করবো। আমার তো মনে ... বর্তমানে যে বাজেট তার মধ্যেই কিছুটা পরিব... এখনো করা যায়। যদি জাতি কিছু কষ্ট ও ত... স্বীকার করতে রাজি হয়। আমি এ আশ্বাস দি... পারি, শিক্ষানীতি পড়ে থাকবে না। সেটা অবশ... ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে। শুধু তাই না, আ... তো অন্য কথা বলবো। এর বাস্তবায়ন আমাদের... অবশ্যই করতে হবে। যদি আমরা আমাদের... রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে চাই, তাহলে এটির বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

ভো. কা. : *এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে শিক্ষকরা মরণ ফাঁদ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। কারণ এ দপ্তরে দুর্নীতি ওপেন সিক্রেট। দুর্নীতির কাছে আবদ্ধ এ অধিদপ্তর থেকে শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়ার কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি?*

সাদেক : পদক্ষেপ অবশ্যই নেবো। তবে এ ব্যাপারে অসুবিধার কথা বলি। প্রথম কথা হচ্ছে, শিক্ষা ভবনের যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে তারাও শিক্ষক। এরা শিক্ষক আমলা। একজন শিক্ষক যদি অন্য শিক্ষককে প্রতারিত করতে পারেন, অত্যাচারিত করতে পারেন, তিনি যদি আরেকজন শিক্ষকের জন্য একই দুর্ভোগের ব্যবস্থা করেন, তো এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি উপায় হতে পারে?

ভো. কা. : *সম্প্রতি শিক্ষা বোর্ডগুলোর দুর্নীতি বিষয়ে টাস্কফোর্স কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে তার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় কোনো পদক্ষেপ নি... কিনা? নাকি এটি অন্যান্য তদন্ত রিপোর্টের মতো ধামাচাপা পড়ে যাবে?*

সাদেক : টাস্কফোর্সের সে রিপোর্ট ধামাচাপা পড়বে না। এ রিপোর্টে বোর্ডগুলোর যে দুর্নীতির চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বোর্ডগুলোকেও আমরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। তবে টাস্কফোর্স রিপোর্টে শিক্ষার বিষয়ে যে সুপারি... সুপারিশের সঙ্গে সমন্বয় ক... নেওয়া হবে।

ভো. কা. : *বেসরকারি ... শিক্ষকদের মাত্র ৫০০ টাক... হয়। যা নিতান্তই কম। ... বৃদ্ধিসহ বেসরকারি প্রাথমিক ... দাবিতে বর্তমানে আন্দোলনে ... দাবি-দাওয়া সম্পর্কে আপনি ...*

সাদেক : বেসরকারি প্রাথমি... টাকা বেতনভাতা পান বললে... টাকা তাদের বেতনের একটা... দেয়। এ স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রে... ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন, বেতনের ... দিলেও বাকি অংশ ম্যানেজিং ... যেভাবে বেসরকারি স্কুল-ক... শিক্ষকদের বেতনের অংশ দিচ্ছি... শিক্ষকদেরও বেতনের অংশ... সরকারের নতুন পে-স্কেল ঘো... তাদের বেতনেরও পরিবর্তন ... বেতনের সরকারি অংশটাও বৃ... অনুযায়ী। এবার নতুন পে-স্কে... জন্য শিক্ষকদের আন্দোলনে যে... সময়ে প্রতিবারেই তাদেরকে আন্দো... এজন্য। এবার তাদেরকে আন্দো... স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদে... অসুবিধা হলো, তাদের মান অ... অতএব তাদেরকে সরকারিকরণ ক... শিক্ষক যেভাবে নিয়োগ করা হ... তাদেরকেও প্রতিযোগিতামূলক পরী... হবে। কথা উঠতে পারে, তাদের ... খারাপ তাহলে তারা শিক্ষা দি... আমাদের কথা হচ্ছে আমরা এ... নিয়োগ করবো, যে শিক্ষক হবেন ... ভবিষ্যতে এগুলোর জারকির ভার ... কাছে দেওয়া হবে।

ভো. কা. : *বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষ... এবং ১০০ শতাংশ বেতন ভাতা সম্প...*

সাদেক : বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষ... সম্পর্কে আমাদের কাছে রিপোর্ট আ... বন্ধ ... আমি প্রত্যেকটি থানার বে... বন্ধ... তার খোঁজ নিয়েছি। অল্প ক... আন্দোলন করছে। তবে কম শি... করান বলে যে তাদের আন্দোলনে... তা... মূল কথা হচ্ছে এগুলো স... যায় না। এর মধ্যে যেগুলো সর... হয় সেগুলোর শিক্ষকদের যো... কমিটমেন্ট নেই। এ স্কুলগুলো সম্প... অভিযোগ আমি শুনেছি। সে অভি... ...ছে। শিক্ষা সচিবসহ ঊর্ধ্বত... ...গুলো পরিদর্শনে গিয়ে কোথাও চা... ...ত্রে পাননি। দুজন শিক্ষক সব ... ...কেন, বাকি দুজন থাকেন ছুটিতে। ... ...লে থাকে না।

...সরকারিকরণ করা হলে তো ... ...বে। আর সে অসুবিধা শুধু ... ...লেজেও। দেখা গেছে, গ্রামেগঞ্জের ... ...রকারিকরণ করা হয়েছে, সে কলেজও... ...যকোনো উপায়ে শহরের কোনো ... আসতে চান। মূলত এ জন্যই শি... সরকারিকরণ করতে চান। এ বিষয়ে... পদক্ষেপ নিচ্ছি। কলেজ সরকারি... আমরা শিক্ষকদের সরকারিকরণ করে... বর্তমানে সরকারিকরণকৃত কলেজের ... ডিগ্রি দেখা হয়, তাদের নিয়োগ ঠিক... কিনা তা দেখা হয়। তারপর তাদে... পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পাঠিয়ে দেও... আজ পর্যন্ত এমন দেখিনি যে তারা ... করেছে। ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষা ... সরকারিকরণ করতে হয় তাহলে আমরা... শিক্ষক আমরাই নিয়োগ করবো। সে... মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক যেটাই হে... অর্থাৎ ঐ সরকারিকরণকৃত শিক্ষা প্রতি... নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ... আলাদাভাবে। সেখানে ঐ শিক্ষা... শিক্ষকরাও অংশ নিতে পারবেন। প্রয়োজনে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হবে না। একই... শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-ক... ...তিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নি... ...বে।

বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনভাতা ... ১০০ শতাংশ করার ব্যাপারে ... সম্ভাবনা আছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ...বো। তবে তা করা হলে সেই যোগ্যতা... ...ং তাদেরকেও যোগ্যতার মাপকাঠিতে ... । অর্থাৎ এজন্যও প্রতিযোগিতামূলক ... হতে হবে।

ভো. কা. : *সর্বশেষ যে ১৮টি মহি... ...রিকরণ করা হচ্ছে সেগুলোর শিক্ষ...*

সাদেক : এখানে বলে নিই, আপাতত সরক... ...স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরক... ...না নেই। আওয়ামী লীগ সরকারের ... হিসেবে সর্বশেষ এই ১৮টি মহিল... ...করণ করা হচ্ছে। তবে এ ১৮টি ... শি...ও আলাদা প্রতিযোগিতামূলক ... অং... উত্তীর্ণ হতে হবে। এতে উত্তীর্ণ ... পা...রা বাদ যাবেন। অন্য পেশা গ্রহণ ... এটি... বলেছিলাম যে, জাতিকে স্বীকা... হবে, কিছু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের ... আছে... জকে স্বীকার করতে হবে, এখানে ... শিক্ষক দরকার। এ কঠি... আমরা... রতে কি আমরা রাজি আছি?

ভো. কা. : *আপনাকে ধন্যবাদ।*

সাদেক : ...রের কাগজের অগণিত পা... জানাই ও ধন্যবাদ।